দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 20 2002

MAY 25 2002

এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে বাঁ থেকে–নকল প্রতিরোধে আর্মড পুলিশ মোতায়েন, পরীক্ষার্থিনীর দেহ তল্লাশি ও বহিষ্কৃত এক পরীক্ষার্থিনী –সানাউল হক

নকল–মহামারীর ভয়ঙ্কর আগ্রাসন

ইংরেজী পরীক্ষায় ছিটকে পড়েছে ৪৫ হাজার শিক্ষার্থী

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মহামারীর মতো নকলের ভয়ঙ্কর আগ্রাসন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই জিম্মি করে ফেলেছে। তৃণমূল পর্যায়ে কালান্তক এই দুষ্টক্ষত কুরে কুরে গ্রাস করছে মেধা, মনন, সৃজনশীলতা । নকলের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে নীতি-নৈতিকতা, জ্ঞানচর্চা ভেসে যাচ্ছে। সংক্রামক এই ব্যাধি সমাজদেহে মহাবিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশের শহর, নগর, গ্রাম সর্বত্রই এখন নকলবাজ ও সহযোগীদের দাপট, দৌরাত্ম্য এবং আস্ফালন। নকল করে পরীক্ষা দেয়াকে এখন বাহাদুরি ভাবা হয়। একশ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় রাজনৈতিক গুরু, পচনধরা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িতরা নকল সাপ্লাইয়ের প্রতিযোগিতায় মেতেছে।

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

নকল মহামারীর

(প্রথম পাতার পর)

সমাজে ঘুষ যেমন সর্বগ্রাসী এবং এ ব্যাপারে যেমন চলে মতৈক্য তেমনি নকলের ক্ষেত্রে এক ধরনের ঐকমত্য চলছে দেশের মফস্বল এলাকায়। কেবল এইচএসসি ইংরেজী দু'টি বিষয়ের পরীক্ষায় ছিটকে পড়েছে প্রায় ৪৫ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রায় ২০ হাজার নকলের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে এবং বাকি ২৫ হাজার নকলের সুযোগ না পেয়ে পরীক্ষা দেয়া বন্ধ করেছে।

নকলের কালো মেঘ শিক্ষার আলো অবলীলায় ঢেকে দিচ্ছে। উন্মোচন হচ্ছে শিক্ষার অব্যবস্থা, গলদ ও লজ্জাজনক দিক। পরীক্ষা সামনে রেখে মৌসুমী কর্মসূচী ও হুমকি-ধমকিতে আর কাজ হচ্ছে না। নকলের উৎস, বিকাশ ও সংক্রমণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তা উচ্ছেদ করার ওপর জোর দেবার কথা বলা হলেও সে পথ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট কেউ মাড়াতে চাইছে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও রূঢ় সত্য হচ্ছে, দেশের অধিকাংশ কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ নেই। পড়াশোনার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড টানিয়ে দায়সারাভাবে এসব দোকান খুলে রাখা হয়েছে। এক কথায় নকলের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় শ্রেণীকক্ষে যথাযথ পাঠদান না হওয়া এবং পড়াশোনা ঠিকমতো না করা। পড়া আদায় করে নেয়া এবং ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়টি এখন চরমভাবে উপেক্ষিত। এর পরে আসে নোংরা রাজনীতি, সামাজিক অবক্ষয়, পশ্চাৎপদ শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকের জবাবদিহিতার অভাব, অভিজ্ঞ ইংরেজী ও গণিত শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো।

শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার মনিটর করা জরুরী হলেও এই নিয়ম এখন তেমন একটা প্রতিপালন হয় না। নিয়ম অনুযায়ী শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিতি না থাকলে কোন পরীক্ষার্থীর পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবার কথা নয়। কিন্তু সারা বছর ক্লাসে উপস্থিত না থেকেও দেদার টাকা বা প্রভাবে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এসএসসি পাস করে কলেজে গিয়ে অধিকাংশ ছাত্র হয়ে ওঠে ছিঁচকে মস্তান। ক্লাসরুমের চেয়ে কথিত ছাত্র রাজনীতি এবং এর মাধ্যমে পকেট খরচ যোগাড় করা হয়ে ওঠে একটি বড় অংশের লক্ষ্য। স্থানীয় রাজনীতিবিদের পদধূলি নেয়াটাকে তারা শ্রেয় মনে করে। এই রাজনীতিবিদরাই থাকে পরীক্ষার পুলসিরাত পার করার কাণ্ডারি। হাসপাতালে স্বজনের রোগী দেখতে যাবার মতো রাজনৈতিক মুরব্বিরা পরীক্ষার হলে অধিকার নিয়ে যায় পরীক্ষার্থীকে দেখতে। এদিকে ইয়ার ফাইনাল এবং টেস্ট পরীক্ষা দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অথচ পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেবার যোগ্যতা যাচাই হয় টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে। টাকা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে এই পরীক্ষা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। টেস্ট পরীক্ষায় পাস না করলে একেক বিষয়ের জন্য নির্ধারিত টাকা দিলেই এখন পার পাওয়া যায় দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী সিলেবাস শেষ করার দিকে শিক্ষকদের আগ্রহ খুবই কম।

এদিকে নকলের জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষককে দায়ী করা হচ্ছে। এসব শিক্ষক ক্লাসে পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেট বা কোচিং ব্যবসাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি ধরে রাখার জন্য পরীক্ষার্থীদের নকলে উৎসাহ দিয়ে আসছে। নিয়ম অনুযায়ী শতকরা ৪০ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস না করলে এমপিওভুক্তি বাতিল হবে এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ হবে। একারণে অনেক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি রক্ষার জন্য নকলে সমর্থন দেয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন সম্প্রতি বলেন, নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস না করায় এমপিওভুক্তি বাতিলের কোন নজির নেই। তারপরও এটা যেহেতু অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে সেহেতু নিয়মটি বাতিল করা হবে বলে তিনি জানান। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্তি বাতিলের কথা বলা হলেও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস না করলে কোন ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়নি। এছাড়া নকলে সহায়তা বা দায়িত্বে অবহেলার জন্য বেসরকারী শিক্ষককে বহিষ্কার ও বেতন বন্ধ করা হলেও সরকারী শিক্ষক বা কর্মকর্তার ক্ষেত্রে রয়েছে শিথিলতা। গত শনিবার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পাঁচ শিক্ষককে দায়িত্বে অবহেলার জন্য বহিষ্কার করার পর সেখানকার শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন ইউএনও এবং ওসির ব্যাপারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক শিক্ষক লিখিতভাবে জানিয়েছেন, শিক্ষকরা দায়িত্বে অবহেলা করে থাকলে বহিষ্কার হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই দায়দায়িত্ব কাপাসিয়ার ইউএনও এবং ওসি এড়াতে পারেন না। তাঁদের সামনে নকল হয়েছে এবং তাঁরা নকল প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেননি। তাই শিক্ষকের পাশাপাশি এই দুই সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল বলে তাঁদের অভিমত। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিয়ামে এক মতবিনিময় সভায় সম্প্রতি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল– দায়িত্বে অবহেলার জন্য শিক্ষক বহিষ্কার হন কিন্তু একই কারণে কোন ইউএনও , ম্যাজিস্ট্রেট বা ওসির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না কেন? জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড: ওসমান ফারুক বলেছিলেন, দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেলে সে যেই হোক, ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

নকলের সুযোগ না পেয়ে একযোগে পরীক্ষা বর্জনের